মৌলিক অধিকার সুরক্ষা কমিটি
(Committee for the Protection of Fundamental Rights)

অক্টোবর ০১, ২০১৬/ ১৬ আশ্বিন, ১৪২৩

আইনি পর্যালোচনা: প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল-২০১৬ এবং নাগরিক অধিকার শীর্ষক আলোচনা সভার প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আজ অক্টোবর ০১, ২০১৬/ ১৬ আশ্বিন, ১৪২৩ শনিবার মৌলিক অধিকার সুরক্ষা কমিটি'র উদ্যোগে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি গোলটেবিল মিলনায়তনে **আইনি পর্যালোচনা: প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল-২০১৬ এবং নাগরিক অধিকার** শীর্ষক একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তরা মত প্রকাশ করেন যে, প্রস্তাবিত খসড়ায় নানা ধরনের সামরিকীকরণের বা হয়রানিমূলক এবং নিবর্তনমূলক বিধিবিধান এর বাস্তবতা রয়েছে। এমনকি প্রস্তাবিত বিলটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংক্রান্ত বিধিবিধানসমূহ ও নীতিগুলোকে সহজেই হেয় প্রতিপন্ন করবার সুযোগ তৈরি হবে এবং নাগরিকদের অধিকারকে হুমকির মুখোমুখি করবে। আইনজীবি ড. শাহদীন মালিক এর সভাপতিত্বে এবং ড. শাহনাজ হুদা এর সঞ্চালনায়, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আরটিকেল ১৯ বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর তাহমিনা রহমান মুল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এছাড়াও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর সহযোগী অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান, সুপ্রিম কোর্ট এর এ্যাডভোকেট জ্যোর্তিময় বড়ুয়া, আইআইডি এর নির্বাহী পরিচালক সাঈদ আহমেদ এবং বহ্নিশিখা তাসাফি হোসেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে মৌলিক অধিকার সুরক্ষা কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ড. সি আর আবরার, ড. স্বপন আদনান, ড. শহিদুল আলম, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, জাকির হোসেন, অরুপ রাহী ও রেজাউর রহমান লেনিন প্রমুখ। আলোচনায় মূলত বক্তারা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত তথ্য গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার বিষয়ের উপর জোর প্রদান করেন।

তাহমিনা রহমান তার মূল বক্তব্যে বলেন, প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল-২০১৬ এর দ্বিতীয় খসড়া মত প্রকাশের স্বাধীনতার আন্তর্জাতিক বিধিবিধানকে হেয় প্রতিপন্ন করবে এবং প্রস্তাবিত খসড়ায় আইনের ধারাগুলো অনেকাংশে অস্পষ্ট এবং আন্তর্জাতিক বিধিবিধান ও নীতিনৈতিকতার পরিপন্থী। এছাড়াও তিনি বলেন, যে সকল ধারাসমূহের মাধ্যমে অপরাধীকরণ করা হয়েছে সেই সকল ধারায় অপরাধের অভিপ্রায় এবং সংজ্ঞায়নে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রয়েছে যা কিনা আন্তর্জাতিক মানদন্ডকে হেয় প্রতিপন্ন করবে। মূলত: এই আইনটিতে নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করবার দিকগুলো বিবেচনা করা উচিত বলে মত দেন।

ড. মাহবুবুর রহমান বলেন, সাইবার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রস্তাবিত খসড়ায় সাইবার ইমার্জেন্সী টিমকে এমনভাবে ক্ষমতায়িত করা হয়েছে যার ফলে কোন সাংবাদিক, অধিকারকর্মী বা নাগরিক কর্তৃক ন্যায় উদ্দেশ্য সাধণের লক্ষ্যে সরকারের বা সরকারের কোন অংশের কোন অসৎ আচরণ বা অপরাধ প্রকাশ করাকে নিরুৎসাহিত করবে। অন্যদিকে যেহেতু এখন পর্যন্ত সন্ত্রাসী কার্যক্রমের কোন সার্বজনীন সংজ্ঞা কোন আন্তর্জাতিক মহল গ্রহণ করেননি, সেহেতু প্রস্তাবিত খসড়ায় "সন্ত্রাসী কার্যক্রমে" শব্দের দ্বারা যে কোন ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকেও অপরাধীকরণ করা হতে পারে। এমনকি যারা বর্তমানে সুন্দরবন রক্ষার সংগ্রামে জড়িত তাদেরকেও "সন্ত্রাসী কার্যক্রমে" ব্যাখ্যায় ফেলে ভিন্ন মত দমনের উদাহরণ সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়াসকেও তিনি সমালোচনা করেন এবং নাগরিকদেরকে এ বিষয়ে পর্যালোচনা করার আহবান জানান।

এ্যাডভোকেট জ্যোর্তিময় বড়ুয়া প্রস্তাবিত খসড়ায় অপরিচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট আইনি ভাষার সমালোচনা করেন এবং ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার অধিকার বিষয়ের উপর জোর প্রদান করেন। তিনি বলেন, খসড়ার ১৭ ধারায় গোপনীয়তা লঙ্ঘনের অধিকার সংক্রান্ত ধারায় যদি কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে অন্য কোন ব্যক্তির গোপনীয় ছবি তোলেন বা প্রকাশ করেন বা ধারণ করেন তা গোপনীয়তা লঙ্ঘন অপরাধ হিসেবে বিবেচ্য হবে, যা কিনা একই সাথে

অস্থায়ী ঠিকানা : বাড়ি নং ২৭, সড়ক নং ১৩/ এ
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯

সংবাদকর্মী বা গণমাধ্যমে এমন ছবি প্রকাশ করলেও সাংবাধিকরা অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত হয়ে যেতে পারেন যা জোহানেন্সবার্গ ও তাসওয়ান প্রিন্সিপালের পরিপন্থী। এছাড়াও তিনি বলেন, বাংলাদেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, আইনজীবি ও বিচারকদের যথেষ্ট পরিমানে তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞান নেই, সেই কারণে হরহামেশাই আইনের অপব্যবহার হয়ে থাকে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) এর অধীনে সাইবার আপিল ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি জোর দাবি জানান। তবে এক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য সরকারকে পদক্ষেপ নেয়ারও দাবি জানান।

জনাব সাঈদ আহমেদ বলেন, ডিজিটাল যুগের নতুন পুরাতন বাস্তবতায় সাইবার নিরাপত্তা রক্ষার্থে এবং এই সংক্রান্ত অপরাধের সংখ্যা প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের আইন তৈরি করার যৌক্তিক অবস্থান হাজির আছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের ব্যাপারে প্রস্তাবিত বিলে কড়াকড়ির ফলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হুমকির মধ্যে পড়বে এবং অযাচিত নজরদারিও বৃদ্ধি পাবে।

অন্যদিকে বহ্নিশিখা তাসাফি বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইন্টারনেটে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপরাধ ও হয়রানি রোধকল্পে কঠিন আইনের প্রয়োজন রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তবে প্রস্তাবিত খসড়ায় গোপনীয়তা লঙ্ঘনের বিধানে কেউ যদি কারো সম্মতি নিয়ে ব্যক্তিগত দৃশ্য ধারণ করে এবং পরে ব্লাকমেইল করার উদ্দেশ্যে সেই দৃশ্য ব্যবহার করে তবে তাকে সুনির্দিষ্টভাবে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি।

সর্বশেষে ড. শাহদীন মালিক সমাপনি বক্তব্যে বলেন, এই প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল ২০১৬ সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় বিধিবিধানসমূহ ও নীতিমালাগুলোকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে এবং নাগরিকদের অধিকারকে হুমকির মুখোমুখি করবে। প্রস্তাবিত খসড়ায় অপরাধসমূহকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যাতে, যে কোন "ইন্টারনেটভিত্তিক নাগরিক" এই আইনে অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে যেতে পারেন তার ন্যায্য মতপ্রকাশ করবার কারনে, যা কিনা ভিন্নমতকে অযাচিতভাবে দমন করবে। এছাড়াও তিনি বলেন, বর্তমান প্রস্তাবিত খসড়াটি কোনভাবেই নাগরিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এই প্রেক্ষিতে মৌলিক অধিকার সুরক্ষা কমিটির সদস্যরা প্রস্তাবিত খসড়াটি সম্পর্কে আরো যথেষ্ট যাচাই-বাছাই করছেন যাতে করে প্রস্তাবিত অগ্রহনযোগ্য খসড়াটি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরি করা কিংবা সংশোধন করা যায়। একই সাথে উপযুক্ত যোগ্য ব্যক্তিবর্গ এবং নাগরিক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে নতুনভাবে আইনটি তৈরি করার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্যও সরকারের প্রতি তিনি দাবি জানান, যাতে করে নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র গোপনীয়তা রক্ষা করা যায়।

ধন্যবাদসহ,

জাকির হোসেন

পক্ষে, মৌলিক অধিকার সুরক্ষা কমিটি

মোবাইল: ০১৭১৩০৮১৮৫২